68842 - যদি মুদ্রার দর পরিবর্তন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের পদ্ধতি কী হবে?

প্রশ্ন

আমি আমার এক বন্ধুকে কর্জে হাসান দিয়েছি। আমি তাকে ঋণ দিয়েছি সৌদি রিয়ালে। এখন ঋণ পরিশোধের সময় সৌদি রিয়ালের বিপরীতে মিশরী পাউন্ডের দর কমে গেছে। আমার এ বন্ধু ঋণ গ্রহণের সময় রিয়ালের বিপরীতে মিশরী পাউন্ডের যে দর ছিল সে ভিত্তিতে ঋণ পরিশোধ করতে চায়। তার মানে আমার কাছ থেকে মূল যে অর্থ সে গ্রহণ করেছে এর চেয়ে কম অর্থ আমার কাছে ফেরত আসবে। আমি এটা প্রত্যাখ্যান করে তাকে বলেছি: ভাই, আমি তোমার হাতে সৌদি রিয়াল সমর্পণ করেছি। তুমি আমার কাছ থেকে যেভাবে গ্রহণ করেছ সেভাবে সৌদি রিয়ালে আমার ঋণ ফেরত দাও। ঋণ তো সম ধরণের জিনিস দিয়ে পরিশোধ করতে হয়। আমার এতটুকু (ক্ষতি) যথেষ্ট যে, আমি কোন হালাল প্রজেক্টে আমার অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করেছি; যাতে আমার লাভ হত এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তোমাকে কর্জে হাসানা (ঋণ) দিয়েছি। এ অর্থ দিয়ে তুমি তোমার ব্যবসা ঠিকঠাক করছ, ব্যবসা করছ, লাভবান হয়ছ; আল্লাহ্‌ তোমার সম্পদে বরকত দিন। কিন্তু সে আমার প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল। এ ক্ষেত্রে ইসলামের হুকুম কি? তার উপর কি আবশ্যক নয় যে, আমার ঋণ সে সৌদি রিয়ালে ফেরত দিবে; নাকি নয়? যদি উত্তর হয় যে, তার উপর সৌদি রিয়ালে ঋণ পরিশোধ করা আবশ্যক; কিন্তু সে ফতোয়া না মানে তাহলে আল্লাহ্‌র কাছে তার বিধান কি? আমার অর্থ যে পরিমাণ কম হবে সেটা কি তার যিম্মাদারিতে থেকে যাবে; যেন কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌র সামনে তার থেকে সেটা দাবী করতে পারি; নাকি নয়? এ বিষয়ে আমাকে ফতোয়া জানাবেন। আল্লাহ্‌ আপনাদের প্রতিদান দিন। যেহেতু ফতোয়ার জন্য ঋণ পরিশোধ স্থগিত আছে। জাযাকুমুল্লাহু খাইরা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যে ব্যক্তি অন্য কারো কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে তার উপর আবশ্যক হল সে যে মুদ্রাতে ঋণ নিয়েছে অনুরূপ মুদ্রাতে ঋণ পরিশোধ করা; ঋণ গ্রহণের সময় ঋণের যে মূল্য ছিল সেটা নয়। বরঞ্চ চুক্তিপত্রে এটা উল্লেখ করা জায়েয নেই যে, গৃহীত মুদ্রা বাদ দিয়ে অন্য মুদ্রাতে ঋণ পরিশোধ করা হবে। যেমন, কেউ একজন সৌদি রিয়ালে ঋণ নিয়ে ঋণ গ্রহণের সময় মিশরী মুদ্রাতে সেটার মূল্য কত ছিল তা হিসাব করে মিশরী মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করা জায়েয নয়। যদি কেউ স্বাচ্ছন্দচিত্তে দুটো মুদ্রার মাঝে মূল্যের যে ব্যবধান সেটা পরিশোধ করতে চায় তাহলে জায়েয হবে; তবে দাবী করে নয়। এই মর্মে ফিকাহ একাডেমিগুলোর ফতোয়া ও আমাদের অনেক বিজ্ঞ আলেমের ফতোয়া রয়েছে।

'মুদ্রার দর পরবির্তন' সংক্রান্ত বষিয়ে কুয়তেে অনুষ্ঠতি 'ইসলামী ফকিাহ একাডমেি'-এর পঞ্চম সমেনিার-এ (১-৬ জুমাদাল উলা ১৪০৯ হঃি মোতাবকে ১০-১৫ ডসিম্বের ১৯৮৮খ্রঃি) সদ্ধিান্ত নং ৪২(৪/৫) তে বলা হয়ছে:

'মুদ্রার দর পরবির্তন' সংক্রান্ত বষিয়ে সদস্যবর্গ ও বশিষেজ্ঞগণরে পশেকৃত গবষেণাপত্র অবহতি হওয়া ও এর উপর আলোচেনা-সমালোচেনা শুনার পর এবং তৃতীয় সমেনিাররে সদ্ধিান্ত নং ২১(৩/৯) অবহতি হওয়ার পর যাতে রয়ছে যে, "কাগুজে মুদ্রাগুলো মুদ্রা হসিবেে ধর্তব্য। এগুলোর পরপিূর্ণ মূল্যমান রয়ছে। যাকাত, সুদ, সালাম ব্যবসা কংিবা অন্যান্য বধিি-বধিানরে ক্ষত্রেে স্বর্ণ-রৌপ্যরে জন্য যসেব শরয়ি বধিি-বধিান প্রযোজ্য এগুলোর ক্ষত্রেওে সসেব বধিি-বধিান প্রযোজ্য": কমটিি নম্নিোক্ত সদ্ধিান্ত দয়ে:

"কোন বশিষে মুদ্রায় সাব্যস্ত ঋণ পরশিোধ করার ক্ষত্রেে অনুরূপ মুদ্রায় ধর্তব্য; মূল্য নয়। কনেনা ঋণ পরশিোধ করতে হয় অনুরূপ জনিসি দয়িে। তাই কারো যম্মিাদারতিে সাব্যস্ত ঋণ সটো যে উৎস থকেইে হোক না কনে; সটোকে বাজার দররে সাথে সম্পৃক্ত করা জায়যে হবে না।

[একাডমেরি ম্যাগাজনি (সংখ্যা-৫, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-১৬০৯)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) কে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি:

"আমার এক দ্বীনি ভাই 'হাসান' আমাকে দুই হাজার তউিনশেয়িান দনিার ঋণ দয়িছে। আমরা একটি চুক্তপিত্রও লখিছে। চুক্তপিত্রে আমরা ঐ অংকরে অর্থরে জার্মানি মুদ্রায় মূল্য উল্লখে করছে। ঋণরে নর্িধারতি সময় অতবিাহতি হওয়ার পর (সটো ছলি এক বছর) জার্মানি মুদ্রার দাম বড়েে যায়। এখন আমি যদি তাকে চুক্তপিত্রে যা আছে সটো পরশিোধ করি তাহলে বষিয়টি এমন হবে যে, আমি তার থকেে যা ঋণ নয়িছে তার চয়েে তনিশত তউিনশেয়িান দনিার বশেি পরশিোধ করলাম। এমতাবস্থায় ঋণদাতার জন্য এই অতরিক্তি অর্থ গ্রহণ করা কি জায়যে হবে; নাকি সটো সুদ হসিবেে গণ্য হবে...? বশিষেত সে জার্মানি মুদ্রায় পরশিোধ করাটা চাচ্ছ; যাতে করে সে জার্মানি থকেে গাড়ী কনিতে পার।

জবাবে তনিি বলনে: ঋণদাতা 'হাসান' যে অর্থ ঋণ দয়িছে সটো ছাড়া আর কছিু সে পাবে না। আর তা হল দুই হাজার তউিনশেয়িান দনিার। তবে, আপনি যদি এর চয়েে বশেি তাকে দতিে সম্মত হন তাহলে কোন অসুবধিা নইে। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "মানুষরে ঐ ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে (ঋণ) পরশিোধ করে"।[সহহি মুসলমি] সহহি বুখারীতে এসছে এ ভাষায়: "উত্তম মানুষদরে মধ্যে ঐ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত যে উত্তমরূপে (ঋণ) পরশিোধ করে"।

পক্ষান্তর, উল্লখেতি চুক্তপিত্রটি অকার্যকর। এর ভত্তিতিে কোন কছিু অবধারতি হবে না। যহেতেু এটি শরয়িত বরিোধী চুক্তি। শরয়ি দললিগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, ঋণ দাবী করার সময় যইে দর সইে দর ছাড়া ঋণ বক্রি করা জায়যে নয়।

তবে, ঋণগ্রহীতা যদি সদাচরণ ও উপঢৌকনস্বরূপ বেশি দিতে সম্মত হয় তাহলে পূর্বোক্ত হাদিসের ভিত্তিতে সেটা জায়েয হবে।"[সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/৪১৪)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) প্রশ্নকারীর অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে বলেন:

"আবশ্যক হচ্ছে- আপনি তাকে যা ঋণ দিয়েছেন সেটা ডলারে ফেরত দেওয়া। কেননা এই ঋণটাই আপনি তাকে প্রদান করেছেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও আপনার দুইজন যদি এই মর্মে সমঝোতা করেন যে, সে আপনাকে মিশরী পাউন্ড ফেরত দিবে; তাতে কোন অসুবিধা নেই। ইবনে উমর (রাঃ) বলেন: আমরা দিরহামে উট বিক্রি করে দিরহামের পরিবর্তে দিনার গ্রহণ করতাম। আবার দিনারে বিক্রি করে দিরহাম গ্রহণ করতাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: "কোন অসুবিধা নেই; যদি ঐ দিনের মূল্য গ্রহণ কর এবং তোমরা দুইজন বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে তোমাদের মাঝে কোন লেনদেন না রাখ।" কারণ এটি হচ্ছে- ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নগদ নগদ লেনদেন। এটি রৌপ্য দিয়ে স্বর্ণ বিনিময় করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং আপনি ও সে যদি এই মর্মে একমত হন যে, সে আপনাকে এ ডলারগুলোর পরিবর্তে মিশরী পাউন্ড প্রদান করবে এই শর্তে যে, আপনি তার সাথে যে সময়ে মুদ্রা পরিবর্তন করতে একমত হয়েছেন সে সময়ে যে দর এর চেয়ে বেশি পাউন্ড গ্রহণ করবেন না তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। যেমন- ২০০০ ডলার যদি ২৮০০ পাউন্ড এর সমান হয় তাহলে আপনার জন্য ৩০০০ পাউন্ড গ্রহণ করা জায়েয হবে না। কিন্তু আপনার জন্য ২৮০০ পাউন্ড গ্রহণ করা কিংবা শুধু ২০০০ ডলার গ্রহণ করা জায়েয হবে। মানে আপনি সেই দিনের বাজার দরে গ্রহণ করবেন কিংবা এর চেয়ে কমে গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ বেশি গ্রহণ করবেন না। কেননা আপনি যদি বেশি গ্রহণ করেন তাহলে আপনি এমন কিছু গ্রহণ করলেন যেটার গ্যারান্টি (ক্ষতিপূরণ) দেয়া আপনার দায়িত্বে প্রবেশ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লাভ থেকে নিষেধ করেছেন যেটার ক্ষতির দায়িত্ব ব্যক্তির উপরে ছিল না। পক্ষান্তরে, যদি কম গ্রহণ করেন তাহলে সেটা হবে ব্যক্তি তার কিছু অধিকার ছেড়ে দিল; বাকীটুকু আদায় করল। এতে কোন অসুবিধা নেই। [সমাপ্ত]

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (২/৪১৪, ৪১৫)]

দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি এই হুকুমের বিপরীত করে তাহলে সে দুই মুদ্রার মূল্যের মাঝে যে ব্যবধান সেটা অন্যায়ভাবে গ্রহণকারী হবে। এটি হারাম। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: "হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।"[সূরা নিসা, আয়াত: ২৯]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।